সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

তুরস্ক ও আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা ও
বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে রচিত

একা একা আমেরিকা

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

একা একা আমেরিকা
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
ইসলামী টাওয়ার (প্রথম ফ্লোর) , ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
০১৭৩৩২১১৪৯৯

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা প্রিন্ট শপার, ঢাকা; +৮৮০১৭১০৯০৮৬৯৩
প্রথম প্রকাশ :জুমাদাল উলা ১৪৩৯ / ফেব্রুয়ারী ২০১৮
প্রচ্ছদ ■ কাজী যুবাইর মাহমুদ; +৮৮০১৮৩০৩৩৮১০৫
প্রুফ সংশোধন : তৈয়বুর রহমান

ISBN : **978-984-92291-9-3**

মূল্য ■ ৳ ২৬০.০০ (দুই শত ষাট টাকা মাত্র)

USD 12.00

অনলাইন পরিবেশক
www.wafilife.com; www.rokomari.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

বক্ষমাণ গ্রন্থটি একটি সফরনামা। উলামায়ে কেরাম দ্বীনি সফরের নানা তাৎপর্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এমনিতে *সফর* আর *ভ্রমন*—শব্দ দু-টির মধ্যে পার্থক্য নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। করার কথাও না। দুটোর অর্থ একই। তবে ইসলামিক ব্যক্তিত্ব কিংবা বুযুর্গানে দ্বীন *সফর* শব্দটি বেশি ব্যবহার করেন এবং তারা দ্বীনের নেসবতেই সফর করে থাকেন। সঙ্গতকারণেই *দ্বীনি সফর* নেক আমলে পরিণত হয়। কেবল ভ্রমনে আনন্দ-উল্লাস থাকে। নেকীর প্রসঙ্গ থাকে না।

আমি লেখক নই। তবে অনেকে লেখক মনে করেন। ভালোবাসেন। তাদের জন্যই এই লেখা। ভালোবাসা যেখানে মূখ্য, সেখানে যোগ্যতা মাপে না কেউ। তুরস্কে দ্বিতীয়বার এবং আমেরিকায় পঞ্চমবার গিয়ে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেগুলোই সফরনামায় লেখা হয়েছে। আর এতে তথ্য-উপাত্তও বেশি ব্যবহার করা হয়নি। জটিল বিষয়াদি এড়িয়ে আলোচনা সহজ-সাবলীল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিতাবটি দু-পর্বে সাজানো হয়েছে। প্রথম পর্বে সফরনামা এবং দ্বিতীয় পর্বে কয়েকটি বয়ান সংকলন। বাংলাদেশের দু-জন প্রথিতযশা বিজ্ঞ ইসলামিক ব্যক্তিত্ব—প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ

হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম এবং পটিয়া মাদরাসার শিক্ষা পরিচালক মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া দামাত বারাকাতুহুম—টেলিফোনে আমেরিকায় ঘরোয়া মাহফিলে বয়ান করেছেন যা এখানে অনলাইন বয়ান হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এবার সফরে যেহেতু প্রফেসর হযরত ছিলেন না, এজন্য কিতাবের নাম রাখা হয়েছে *একা একা আমেরিকা*।

গ্লোবাল কালচারে যে কোনো দাবীর স্বপক্ষে জনসংখ্যার আধিক্য এখন আর ফ্যাক্টর নয়। যারা মিডিয়াতে কোনোভাবে সক্রিয় থাকেন, তারা দাবীর প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে মাত্রা বাড়িয়ে তোলেন। এরকম মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে আমরা আমেরিকাকে পরম আরাধ্য বানিয়ে ফেলেছি। দুনিয়ায় যদি কোথাও কৃষ্টি-কালচার থাকে সেটা আছে আমেরিকাতেই! সবাই সেখানে যেতে চায়। সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যেতে পারলেও আমেরিকা যেতে না পারায় অনেকের আফসোস বাড়তে থাকে। সেখানে গেলে অন্তরের উপর যে অদৃশ্য লাগাম পড়ে, তাতে সত্য অনেক ক্ষেত্রেই ধরা দেয় না। আমি সেই সত্য লেখার চেষ্টা করেছি। তবে ভিজিটরদের এমন কাজে সত্যিকার আমেরিকানরা কখনোই খুশি হয় না। পুরো অভিজ্ঞতাকেই বাহ্যিক বলে মনে করে। অথচ সবকিছুই করে শিখতে হয় না। শোনা এবং দেখাও শেখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়। আগুনের পোড়ানোর ক্ষমতা হাত পুড়িয়ে পরখ করতে হয় না। আমেরিকায় এ চেষ্টা ঢের হয়। রিলিজিয়ন না থাকলে আত্মার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আর ইসলাম না থাকলে আত্মাই মরে যায়। এ কিতাবে সেই মরে যাওয়ার স্বরূপ বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ কিতাবটি লেখার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সময়ের বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবুজারীর আবদুল ওয়াদুদ সাহেব আমার একজন প্রিয় মানুষ। তিনি আমাকে প্রতিদিন কিছু

লেখার জন্য অনুরোধ করলেন। বিষয়টা এত হৃদ্যতার সঙ্গে ঘটে যে, অনুরোধ আদেশ হয়ে যায়। আমিও লিখতে থাকি। ইতিমধ্যে *মাসিক আল-কাউসার* পত্রিকায় এ সফরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছাপা হয়েছে।[১]

অনেকেই এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক এই বইটির পাঠক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

০১ মার্চ ২০১৮

[১] *মাসিক আলকাউসার*, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ২০১৮ (বর্ষ ১৪, সংখ্যা ২ ও ৩); গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

এই রোদ্দুরে একা একা নিজের ছায়া মারিয়ে
কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না আর
তবু তোমার স্মৃতিচিহ্নে হাঁটব বলে বেরিয়েছিলাম একাই।
ওরা ভুলে গেছে, ভুলে ভরা সব—মায়ার জীবন
তোমাকে না পেলে ফিরবে না আর।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সফরের বিভিন্ন ঘটনা

রাতের আকাশ ১৫
তুরস্ক ১৮
ব্লু মসজিদ ২৩
তোপকাপি যাদুঘর ২৮
দেশী ভাইয়ের সাক্ষাৎ ৩৪
বিদায় তুরস্ক ৩৭
আমেরিকায় পোর্ট এন্ট্রি ৩৯
শরীয়াহ বোর্ড নিউইয়র্ক ৪৩
একজন শায়েখের গল্প ৪৭
নিউইয়র্কে ঘোরাঘুরি ৫০
নিউইয়র্ক থেকে ডালাস ৫২
ডালাসে মুফতী সাহেবের বয়ান ৫৪
ইয়ং জেনারেশন ৬১
অসুস্থ রোগীর সাক্ষাৎ ৬৩
ডালাসে প্রফেসর হযরতের বয়ান ৬৫
আমেরিকার সমাজে মুসলমান ৬৮
আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ৮৩
ক্যালিফোর্নিয়া ৮৭
ভ্যালি ভিলেজ ৯১
খালেদ বেগ : দেখা ও কথা ৯৫
ফেরা ১০১

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনলাইন বয়ান

আল্লাহর দিকে ডাকা ১০৭
হায়াত ও আমল ১২৩
আল্লাহর সন্তুষ্টি ১৩৫

প্রথম অধ্যায়

সফরের বিভিন্ন ঘটনা

রাতের আকাশ

চমকপ্রদ কিছু দিয়ে লেখা শুরু করা দরকার। চমকপ্রদ কিছু মনে পড়ছে না। মন থেতিয়ে আছে। আমেরিকা সফরে যাচ্ছি। তার আগে তুরস্কে যাব। মন ভালো থাকার কথা। মন ভালো নেই। একা একা সফর। এর আগে প্রফেসর হযরতকে নিয়েই গিয়েছি। এবার তিনি যাচ্ছেন না। আর যেতে পারবেন কিনা, জানি না। অজানা আশঙ্কায় সবার দিন কাটছে। দিন দিন তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তাকে রেখে দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছের বাইরে মানুষ কাজ করতে চায় না। অনিচ্ছায় যা করে, তাতে মন ভালো থাকে না। আমারও মন ভালো নেই।

গভীর রাতে ফ্লাইট। এত রাতে কাউকে সী-অফ করা মুশকিল। এ মুশকিলে কাউকে পড়তে হয়নি। এয়ারপোর্টে একাই এসেছি। প্রফেসর হযরত থাকলে রাত-বিরাত কেউ মানত না। শত মানুষ এসে হাজির হতো। বড়দের ব্যাপারই ভিন্ন। তাদের শেষ বেলা দেখে আমরা হতাশ হই। শুরুর জীবন দেখলে হতাশা পেত না। আমরা বুযুর্গ চিনি পরে। ছোট থাকলে কদর করি না। নিভৃতে ছোটরা একসময় বড় হয়। আর আমরা আমাদের মতোই থাকি।

প্লেন ছাড়ল। ঢাকা শহরের উপর দিয়ে উড়ছে। রাতের আকাশ। আকাশে এখন ঘোর অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। তারারা সব মনে হয় নিচে নেমে গেছে। আলোর বন্যায় ভাসছে শহর। উপর থেকে ঢাকাকে দেখতে ভালোই লাগে। বিদেশ বিদেশ লাগে।

উপর থেকে সবই ভালো লাগে। ভেতরে ঢুকলেই সমস্যা। শহরের ভেতরে যেমন, মানুষেরও। এভাবে একদিন দূরে সরে গেলে মান-অভিমান তখন খুব হাস্যকর লাগে। মরে গেলে তো আফসোসের অন্ত থাকবে না। হায়! কেন যে এত মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়েছিলাম! কত কথা, কত আচরণ—বেহুদা হলো। এসময়টা যিকিরে থাকলে নেকী হতো। প্লেনের সময়টুকুও তো সময়। একা থাকলে আমরা ভাবতে থাকি। গম্ভীর হয়ে উদাস দৃষ্টি দেই। ঠোঁটে যিকির ওঠে না। আমি তাড়াতাড়ি ঠোঁটটা নাড়তে লাগলাম। যা মনে এল, পড়তে থাকলাম।

হাফেজ্জী হুযুর রহ. এরকম একা হলে কেবলই কুরআন পড়তেন। হাফেয ছিলেন। মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন। প্রফেসর হযরত কুরআন মাজীদ দেখে দেখে পড়েন। একটা আয়াত অনেকক্ষণ পড়েন। তাফসীর দেখেন। কিন্তু শোনার সময় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শোনেন। ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। তার শোনা শেষ হয় না। একবার এক সফরে যাব। ফোনে বিদায় নিচ্ছি। তিনি আমাকে নসীহত করলেন : খুব বেশি কুরআন তিলাওয়াত করবে। মুখস্থ পড়বে। মুখস্থ পড়ার জন্য হাফেয হতে হয় না। যতটুকু মুখস্থ আছে, সেগুলোই পড়বে। এক আয়াত বার বার পড়লেও তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায়। আমার এখন তিলাওয়াতে মন নেই। ক্ষিধে লেগেছে। টার্কিস এয়ারলাইনস। তাদের খাবার-দাবার ভালো। এখনো খাবারের কোনো তোড়জোড় দেখা যাচ্ছে না।

ঢাকা থেকে ইস্তাম্বুল। আট ঘণ্টার পথ। অনেক সময়। সময় চলে গেল। বুযুর্গদের সময় যেভাবে যায়, সেভাবে গেল না। এত দীর্ঘ সময় তাদের সোহবত পেয়েছি, মনে হয় কিছুই আমলে আনতে পারিনি। ঘুমেই কেটেছে বেশি। অবশ্য ঘুমের সময়গুলোই ভালো কেটেছে। চোখ বন্ধ থাকলে অনেক কিছু থেকে বেঁচে থাকা যায়। বাঙালীদের কর্মকাণ্ড দেখলে কষ্ট লাগে বেশি। তারা বিয়ার খায়,

হুইস্কিও খায়! বিদেশের জীবনে মনের উপর লাগাম রাখা মুশকিল। নতুন নতুন অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরে আর ছাড়তে পারে না।

আমার পাশে একজন শুরু থেকে ঘুমাচ্ছে। বাঙালী। চেহারা ঢেকে অদ্ভুত কায়দা করে ঘুমাচ্ছে। গভীর ঘুম। খাবার-দাবারে তার কোনো আগ্রহ নেই। মনে হয় প্লেন ল্যান্ড না করা পর্যন্ত আর চোখ খুলবে না। পাশাপাশি তিনটি সীট। আমি বসেছি মাঝে। ঘুমানো লোকটা উইন্ডো সীটে। আর বাম পাশে আইল সীটে এক ভদ্রলোক ল্যাপটপ খুলে বসেছে। কাজ করেই যাচ্ছে। দু'জনের কারো সঙ্গেই কথা বলার উপায় নেই। দেশে রাত এখন তিনটা বেজে গেছে। দেশের কথা ভেবে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করে যাচ্ছি। কখন যে সফল হয়েছিলাম, টের পাইনি।

তুরস্ক

১। ইস্তাম্বুল আতাতুর্ক এয়ারপোর্ট। ইউরোপের তৃতীয় ব্যস্ততম এয়ারপোর্ট। খুব পরিচিত জায়গা। খুব পরিচিত হলে আনন্দ-বেদনার স্মৃতি থাকে। কেবলই আনন্দের স্মৃতিতে ঢেউ লাগে না। দুঃখের স্মৃতিও লাগে। প্রফেসর হযরতকে নিয়ে এর আগে দু-বার এসেছি এখানে। কানাডা সফর ছিল। যাওয়ার স্মৃতি আনন্দের। ফেরার স্মৃতি দুঃখের। প্রচণ্ড কষ্টের। এয়ার এম্বুলেন্সে করে প্লেন থেকে নেমেছিলেন। তারপর হুইল চেয়ারে। এক নওজোয়ান তার হুইল চেয়ার ঠেলছে। আমি হুইল চেয়ারের পেছনে দৌড়াচ্ছি। পীঠের ব্যথায় কুঁকড়ে থাকা প্রফেসর হযরতের কষ্টকর চেহারা ভেসে উঠল। কষ্টের কথা থাক। কার্পেটে মোড়া এয়ারপোর্ট কড়িডোরে হাঁটছি। ইমিগ্রেশনে যেতে হবে। আমার সঙ্গী যাত্রীদের কাউকে দেখছি না। সবাই মনে হয় উধাও হয়ে গেল। একা একা হ্যান্ড ক্যারিয়ারের লাগেজটা টানতে টানতে ইমিগ্রেশনের সাইন খুঁজছি। কাউকে জিজ্ঞেস করা দরকার। তেমন কাউকে দেখছি না। হাঁটতে থাকলাম।

একদম ফাঁকা পড়ে আছে ইমিগ্রেশন পোস্টগুলো। এত ফাঁকা থাকার কথা না। ইস্তাম্বুল বিশ্বের অন্যতম একটি পর্যটন শহর।[২]

[২] ইস্তাম্বুল তুরস্কের অন্যতম প্রধান শহর। এর পুরোনো নাম কন্সট্যান্টিনোপল (Constantinople)। এছাড়া এটি বাইজান্টিয়া (Byzantia) নামে পরিচিত ছিল। এটি পূর্বে উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৪৫৩ সালে এটি তৎকালীন উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হয়। এটি তুরস্কের সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির কেন্দ্রস্থল।

শত শত মানুষের লাইন থাকে এখানে। আগেরবার ছিল। এখন নেই। ভোর বেলা হয়তো এমনই থাকে। একজনের কাছে গেলাম। আগেই ভিসা নেওয়া ছিল। ই-ভিসা। এদেশে সেগুলো বেশি চেক করে না। কাগজ দেখেই সীল মেরে দেয়। আমার কাগজে সীল দিচ্ছে না। কম্পিউটারে কী চেক করছে। অনেকক্ষণ পর সে পাশের জনকে ডেকে নিল। সেও তেমন হেল্প করতে পারল না। কোথায় যেন ফোন করল। অপেক্ষা করছি। ফিরতি কল না এলে সীল মারবে না। ফাঁকা পেলেই কাজ সহজ হয় না। ইয়া সুব্বুহু পড়া শুরু করেছি। একটু পর সীল পড়ল কাগজে। ইমিগ্রেশন পার হলাম। একটু ভয় পেয়েছিলাম মনে হয়। ইমিগ্রেশন থেকে ফিরে গেলে কিছু ক্ষতি হতো। সেটা হয়নি।

প্রফেসর হযরতের সঙ্গে যখন এসেছিলাম, তখন হোটেল নিয়ে ভাবতে হয়নি। এবারও হচ্ছে না। সব ঠিক করাই আছে। এখন শুধু সেখানে যেতে হবে। ট্যাক্সি ভাড়া করতে হবে। এয়ারপোর্টের ভেতরেই ব্যবস্থা আছে। এজেন্টরা ছোট ছোট অফিস নিয়ে বসে আছে। গেলাম। প্রথম অফিস থেকে একজন দৌড়ে এল।
'কোথায় যাবেন?'
'লিকা এপার্ট হোটেল। ভাড়া কত?'
'২০০ লিরা।'
'এত?'
'জি।'
'বাইরে গিয়ে ভাড়া করা যাবে না?'
'যাবে। তবে আপনার তো অনেক লাগেজ। ভ্যান গাড়ি (মাইক্রো) লাগবে। ট্যাক্সিতে হবে না। এজন্য ভাড়া বেশি।'
'আচ্ছা।'

১৯২৩ সাল পর্যন্ত এখানেই ছিল তুরস্কের রাজধানী। এটি তুরস্কের বৃহত্তম শহর যার জনসংখ্যা ১২.৮ মিলিয়ন। ইস্তাম্বুলের আয়তন ৫.৩৪৩ বর্গ কিলোমিটার (২০৬৩ বর্গমাইল)। ইস্তাম্বুল একটি আন্তঃমহাদেশীয় শহর, এর এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা এশিয়ায় বসবাস করলেও এটি ইউরোপর বাণিজ্যিক এবং ঐতিহাসিক কেন্দ্র।

আমি ভাড়া বেশি দিতে চাচ্ছি না। অবশ্য সঠিক ভাড়া জানা নেই। তাদের কথাও বিশ্বাস হচ্ছে না। এই এক খেলা। ঠকতে চায় না কেউই। প্রফেসর হযরত হলে এমন করতেন না। যা চেয়েছে, তা-ই দিয়ে দিতেন। যারা পরিশ্রম করে টাকা কামায়, তাদের সঙ্গে তিনি দাম-দর করেন না। এতে সময় বাঁচে। হয়রানিও কমে। আমরা দশ টাকা সেভ করার জন্য দাম-দর করি। দীর্ঘ সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি। সময়ের মূল্য হিসেব করি না। বুযুর্গদের কাছে সময় টাকার চেয়ে ঢের বেশি দামী। আমার সময় এখন অফুরান। আমি ২০০ লিরায় রাজী হলাম না।

এখন এয়ারপোর্টের বাইরে যেতে হবে। বাইরে অন্ধকার। ভোরের আলো ফোটেনি এখনো। সূর্য উঠতে দু-ঘণ্টা বাকি। এক্সিটের দরজা দিয়ে হলুদ ট্যাক্সি ক্যাব দেখা যাচ্ছে। ট্রলিটা ঠেলে সেদিকে মোড় নিতেই আরেকজন দৌড়ে এল। একই প্রশ্ন।
'কোথায় যাবেন?' ভদ্রলোক এমনভাবে প্রশ্ন করল যেন আমাকে এতক্ষণ দেখেনি। শুরু থেকে আবার সব বললাম।
'ভাড়া?'
'৮০ লিরা। যাওয়া-আসা একসাথে করলে ১৪০ লিরা দিলেই হবে।'

এবার আমি রাজী হয়ে গেলাম। ভদ্রলোককে ভালো লাগল। টাকা কম চেয়েছে বলে আরও ভালো লাগল। তারা এখন আমাকে হোটেলে ড্রপ করবে। আবার দু'দিন পরে হোটেল থেকে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসবে। আসবে তো? মনে হলো আসবে। ভদ্রলোককে চিটার মনে হচ্ছে না। নিশ্চিন্তে টাকা পে করে গাড়িতে উঠে পড়লাম।